... 22 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা 8 ... কলাম ... 9 ...

দৈনিক
আমাদের সময়

শিক্ষক সংকট মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অন্তরায়

নিরসনে উদ্যোগ নিন

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল। পরীক্ষার ফল গত বছর কিছুটা খারাপ হলেও এ বছর প্রত্যাশার অনেকটাই পূরণ হয়েছে। পরীক্ষায় ভালো ফলের বিষয়টি নিঃসন্দেহে আশাবাদী হওয়ার মতো। তবে গভীর পর্যবেক্ষণে এ ভালো ফলের ঝলমলে আলোর নিচে ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে একটা নিকষ কালো আঁধার। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অধিকাংশই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় না। উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এবং অর্থ ব্যয়ের প্রতিযোগিতায় ছিটকে পড়া শিক্ষার্থীদের ঠাঁই মেলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলোয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, এসব কলেজে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং শিক্ষক সংকট রয়েছে, যা মানসম্মত উচ্চশিক্ষার অন্তরায়। ফলে এ সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের পরামর্শ দিয়েছেন শিক্ষাবিদরা। শিক্ষিত জাতি গড়তে এমন প্রত্যাশা শুধু তাদের নয়, পুরো জাতির।

> মানসম্মত উচ্চশিক্ষার জন্যই দ্রুত এ সংকট নিরসন করতে হবে। ফল উন্নয়নের সঙ্গে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। এ জন্য শিক্ষক নিয়োগসহ প্রতিটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো উন্নয়ন করে পাঠদানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নিতে হবে

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় এ বছর পাস করা ৮ লাখ ৯৯ হাজার ১৫০ জন শিক্ষার্থীর বেশিরভাগেরই প্রথম টার্গেট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ। কিন্তু এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসন খুবই সীমিত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পর একদল শিক্ষার্থী-অভিভাবক বেছে নেয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে। এসব প্রতিষ্ঠানে খরচের প্রতিযোগিতায় যারা সামর্থ্যহীন হন, তাদের ভরসা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সরকারি এবং বেসরকারি কলেজগুলো। কিন্তু সরকারি কলেজগুলোতে পদের বিপরীতে শিক্ষকের সংখ্যা কম হওয়ায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই শিক্ষাপঞ্জি অনুসরণ করতে গিয়ে বিপদে পড়তে হয়। এসব কলেজের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠদান ও লেখাপড়ার মান প্রশ্নবিদ্ধ, যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার নয়।

মানসম্মত উচ্চশিক্ষার জন্যই দ্রুত এ সংকট নিরসন করতে হবে। ফল উন্নয়নের সঙ্গে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। এ জন্য শিক্ষক নিয়োগসহ প্রতিটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো উন্নয়ন করে পাঠদানের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নিতে হবে।